JAN 1 7 2001

দৈনিক ইনকিলাব

JAN 1 7 2001

সংসদে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি পেশ ❑ ৩০ হাজার কোটি টাকায় ১২ বছরে বাস্তবায়ন

সালাহউদ্দীন বাবলু ॥ বর্তমান সরকার প্রণীত নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি গতকাল (মঙ্গলবার) জাতীয় সংসদে পেশ করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক গতকাল সংসদে এই শিক্ষানীতি উপস্থাপন করেন। এ সময় নতুন শিক্ষানীতির ওপর দেয়া এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় তিনি বলেন, ১৯৭৪ সালে প্রণীত কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনের আলোকেই এই নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। আগামী ২০১২ সালের মধ্যে ধাপে ধাপে এই শিক্ষানীতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তাবয়ন করা হবে। এজন্য শিক্ষাখাতে বর্তমান খরচের অতিরিক্ত ব্যয় হবে ৩০ হাজার কোটি টাকা। উল্লেখ্য, প্রফেসর শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে সরকার ১৯৯৭ সালের জানুয়ারী মাসে ৫৬ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয়

৭-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

সংসদে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি পেশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করেন।

নতুন শিক্ষানীতিতে দেশে ৩ স্তর বিশিষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে– প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত 'প্রাথমিক শিক্ষা'– যা সবার জন্য বাধ্যতামূলক। নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত 'মাধ্যমিক শিক্ষা' এবং এরপর ৫ বছর মেয়াদী 'উচ্চশিক্ষা'। এই শিক্ষানীতিতে দেশের সকল কলেজ থেকে বর্তমানে চালু ডিগ্রী বা পাস কোর্স তুলে দিয়ে কেবল ৪ বছর মেয়াদী অনার্স ও ১ বছরের মাস্টার্স কোর্স চালুর কথা বলা হয়েছে। তবে এটি বাস্তবায়নের আগ পর্যন্ত ডিগ্রী বা পাস কোর্সকে ৩ বছর মেয়াদী এবং এদের মাস্টার্স কোর্সকে ২ বছর মেয়াদী করতে বলা হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও অন্যান্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে সব বিষয়ে ৪ বছরের সমন্বিত অনার্স ডিগ্রি কোর্স ও ১ বছরের মাস্টার্স কোর্স পড়ানো হবে। এমফিল কোর্স হবে দু'বছরের এবং পিএইচডি ৬ বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে।

অপরদিকে মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে ইবতেদায়ী ৮ বছর, আলিম ৪ বছর, ফাযিল ৪ বছর এবং কামিল ১ বছর মেয়াদী করা হয়েছে। তবে এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের প্রথম পর্যায়ে ফাযিল ৩ বছর এবং কামিল যথারীতি ২ বছর মেয়াদী হবে। বর্তমানে দেশে ইবতেদায়ী ৫ বছর, দাখিল ৫ বছর, আলিম ২ বছর, ফাযিল ২ বছর ও কামিল ২ বছর মেয়াদী রয়েছে। নতুন শিক্ষানীতিতে দাখিলের প্রথম ৩ বছর ইবতেদায়ীতে এবং পরবর্তী ২ বছর আলিম শ্রেণীতে সমন্বয় করা হয়েছে। এছাড়া সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে ফাযিল ও কামিল শ্রেণীকে মোট ৫ বছর মেয়াদী করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে কেবল ধর্মীয় অংশের মূল্যায়নের দায়িত্ব থাকবে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ওপর। ধর্মীয় বিষয়াবলী ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের প্রান্তিক মূল্যায়ন করবে স্ব-স্ব বিষয়ানুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে অর্থাৎ ফাজিল ও কামিল পর্যায়ে শিক্ষাক্রম/পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন, শিক্ষাঙ্গনগুলোর তদারকি ও পরিবীক্ষণ এবং পরীক্ষা-পরিচালনাসহ সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ন্যস্ত করা হবে। তবে মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে এবং সাধারণ শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ের মধ্যে ডিগ্রীর সমতা সরকার নির্ধারণ করবে।

শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক এবং সকলের জন্য একই মানের করার জন্য বলা হয়েছে। শিশুর বয়স ৬ বছর হওয়ার পর থেকে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির নিয়ম বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে এর আগে ৫ বছর বয়স হলেই শিশুকে এক বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক (শিশু শ্রেণী) শিক্ষা দেয়া হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে কোন বার্ষিক পরীক্ষা থাকবে না। তৃতীয় থেকে সকল শ্রেণীতে সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষা চালু থাকবে। পঞ্চম শ্রেণী শেষে বৃত্তি পরীক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণী শেষে প্রথম পাবলিক পরীক্ষা (জাতীয় ভিত্তিতে) অনুষ্ঠিত হবে। অষ্টম শ্রেণী সমাপ্তকারী সকল ছাত্রছাত্রী এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। অষ্টম শ্রেণী শেষে এই পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান করা হবে। দশম শ্রেণী শেষে অন্তঃপরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী ক্লাসে প্রমোশন নির্ধারিত হবে। এই পর্যায়ে অর্থাৎ দশম শ্রেণী শেষেও বৃত্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। দ্বাদশ শ্রেণী শেষে একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং এর নাম হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষার মূল্যায়ন হবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে। মাদ্রাসা থেকে ইবতেদায়ী শেষ করে নবম শ্রেণীতে এবং আলিম শেষ করে যথাযথ বাছাই সাপেক্ষে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী পর্যায়ে ভর্তি হওয়া যাবে। সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষা চালু থাকবে।

শিক্ষানীতিতে আরও বলা হয়েছে, সকল ক্ষেত্রে শিক্ষক নির্বাচনের লক্ষ্যে সরকারী কর্মকমিশনের (পিএসসি) অনুরূপ একটি পৃথক শিক্ষক নির্বাচনী কমিশন গঠন করা হবে। শিক্ষক নিয়োগের সর্বনিম্ন সাধারণ যোগ্যতা হবে প্রাথমিকের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর জন্য দ্বিতীয় বিভাগসহ এইচএসসি বা দ্বাদশ শ্রেণীর মাধ্যমিক পাস এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর জন্য দ্বিতীয় বিভাগসহ স্নাতক ডিগ্রী। পরবর্তীতে এ সকল শিক্ষককে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতি ৪০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য ১ জন করে শিক্ষক-শিক্ষিকা থাকবে।

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার বিষয়সমূহ হবে– মাতৃভাষা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও বিজ্ঞান। এছাড়া থাকবে চারু ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা, সঙ্গীত ইত্যাদি। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরেজী অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে পড়ানোর ব্যবস্থা থাকবে এবং তৃতীয় শ্রেণী থেকে তা বাধ্যতামূলক হবে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে বাধ্যতামূলক ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

শিক্ষানীতিতে ১৫ দফা লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের উল্লেখ করে আরও বলা হয়েছে, এই শিক্ষানীতি পরিবর্তনযোগ্য। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে যেহেতু কোন নীতি চিরকালীন, স্থির, অবিচল ব্যাপার হয় না তাই সময় ও অবস্থা বিবেচনায় অন্যান্য নীতির মত শিক্ষা নীতিতেও প্রয়োজনীয় রদবদলের সুযোগ থাকবে এবং পর্যালোচনার ব্যবস্থা নেয়া হবে।